বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

সংস্কৃতি কমিশনের রিপোর্ট এখনো অনুমোদন পায়নি

।। সাইয়িদ আতীকুল্লাহ ।।

প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসানকে চেয়ারম্যান করে রাষ্ট্রপতির নির্দেশে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট যে জাতীয় সংস্কৃতি কমিশন গত বছরের আগষ্ট মাসে গঠন করা হয় সেই কমিশন নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করতে না পারলেও এ বছর জানুয়ারী মাসে ১৭২ পৃষ্ঠার একটি ছাপানো রিপোর্ট রাষ্ট্রপতির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করে। এই রিপোর্ট এখনো সরকারী অনুমোদন পায়নি। রিপোর্টটিকে বাতিল করার কথাও এখন পর্যন্ত সরকার ঘোষণা করেনি।

জাতীয় সংস্কৃতি কমিশনের রিপোর্ট রাষ্ট্রপতি বা সরকারের অনুমোদন না পাওয়ায় এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সরকারী বেসরকারী নানা মহলে নানা রকমের জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে জাতীয় সংস্কৃতি কমিশনের লেখা রিপোর্টের একটি সারসংক্ষেপ রাষ্ট্রপতির জন্যে তৈরী করা হচ্ছে। কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর দুয়েকদিন পরেই সারসংক্ষেপটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে। জানা গেছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সংস্কৃতি কমিশনের রিপো-

(৭-এর পাতায় দেখুন)

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

সংস্কৃতি কমিশন

(১ম পাতার পর)

র্টের ওপর কোন মতামত, মন্তব্য বা অতিরিক্ত সুপারিশ সারসংক্ষেপে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী নয় বলে নিছক একটি সারসংক্ষেপই তৈরী করছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে ১৫-সদস্য বিশিষ্ট কমিশনের কেউ কেউ সংস্কৃতি কমিটির রিপোর্টে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও বাঙালী সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যে ধরনের মূল্যায়ন হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে যেসব সুপারিশ করেছে তারা ওসবের সংগে একমত নন বলে লিখিতভাবে মন্ত্রণালয়ে তাদের আপত্তির কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

কমিশনের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের বাইরেও কমিশনের রিপোর্ট সরকারী অনুমোদন লাভের আগেই বিতরণ করার ফলে সৈয়দ আলী আহসান কমিশনের বাঙালী সংস্কৃতি বিষয়ক রিপোর্টে কী লেখা হয়েছে তা এখন এই শহরের অনেকেই জানেন। বিতরণ ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকাতে ১৫-সদস্য বিশিষ্ট কমিশনের কোন কোন সদস্য এখন পর্যন্ত রিপোর্টটি পাননি।

কথা উঠেছে সংস্কৃতি কমিশনের রিপোর্ট ভীষণভাবে পক্ষপাত দুষ্ট। তদন্তের বেলাতেই হোক বা অন্য কোন আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রের বেলাতেই হোক, এই কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরীক্ষা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের কাজ করেননি বলে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। যারা রিপোর্টটিকে পক্ষপাত দুষ্ট বলছেন তাদের ধারণা কমিশনের চেয়ারম্যান সরকারের কাছে বঙ্গ সংস্কৃতির অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খণ্ডিত চিত্র নানা ভাল কথার মোড়কে হাজির করেছেন। এই কমিশনের মন্তব্য ও সুপারিশমালা গৃহীত হলে বঙ্গ সংস্কৃতির ধারণাতে এবং কর্মকাণ্ডে এত সব বিকৃতি দেখা দেবে যে এ নিয়ে পরে গোটা জাতিকে যন্ত্রণা পোহাতে হবে। যারা কমিশনের রিপোর্টটি পড়ার সুযোগ পেয়েছেন তাদের কেউ কেউ মনে করছেন রিপোর্টটির মূল বক্তব্য হচ্ছে :

(এক) একনায়কত্ববাদ ও স্বৈরাচার কবলিত দেশে সংস্কৃতিকে যেমন সম্পূর্ণভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় সৈয়দ আলী আহসান কমিশনও সেই লক্ষ্যে এই রিপোর্ট তৈরী করিয়েছেন।

(দুই) সাংস্কৃতিক চিন্তা-চেতনা এবং কর্মকাণ্ডকে সম্পূর্ণভাবে ধর্মের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার সুপারিশ করা হয়েছে। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ধর্মের আধিপত্য যাতে এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় কমিশনের রিপোর্টে সে সম্পর্কে নানাস্থানে সুপারিশ করা হয়েছে।

(তিন) কোনো কোনো সাংস্কৃতিক ও জ্ঞান-চর্চা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে বিষোদগার করা হয়েছে এবং সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত এইসব প্রতিষ্ঠান যাতে সম্পূর্ণভাবে সরকারী আমলাদের আওতাধীন হয় তার সুপারিশ যেমন আছে তেমনিভাবে কোনো কোনো নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড যাতে সম্প্রসারিত হয় তারও সুপারিশ আছে। কমিশনের কোনো কোনো লোকের স্বজনপ্রীতি এসব সুপারিশে ধরা পড়েছে।

(চার) রিপোর্টে অনেক আধা চালাকির উদাহরণ আছে যেমন এক জায়গায় ধর্মকে আরো অনেক উপাদানের মতো সংস্কৃতির একটি উপাদান হিসেবে যথার্থভাবে চিহ্নিত করা হলেও সামগ্রিকভাবে ধর্মকে সংস্কৃতির উৎস হিসাবে দেখানো হয়েছে। অনেকেই মনে করেন এই স্ববিরোধিতা ইচ্ছাকৃত। ধর্মকে সংস্কৃতির উপাদান বিশেষ বলে উদার চিন্তা-চেতনার লোকদের খুশী করার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে ধর্মকে সংস্কৃতির উৎস বলে মৌলবাদীদের হাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কমিশনের রিপোর্টে যে সব সিদ্ধান্ত আছে এবং সুপারিশমালা যেভাবে লেখা হয়েছে তাতে মনে হতে পারে বাংলাদেশের সংস্কৃতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ধর্মভিত্তিক। কার্যক্ষেত্রে ব্যাপক সরকারী হস্তক্ষেপের যে সুযোগ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে তাতে মনে হয় কমিশন একনায়কত্ববাদ ও স্বৈরাচারী শাসকদের কথা সামনে রেখে এই ধরনের শাসন ব্যবস্থার উপযোগী সংস্কৃতির একটা ধারণাকে লিপিবদ্ধ করে সরকারের কাছে হাজির করেছে। সংস্কৃতিকে সরকারীকরণের সুযোগ সৃষ্টি করাই এই রিপোর্টের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে অনেকেই আশংকা করছেন। বর্তমান সরকার যখন প্রায় সব কিছুই বেসরকারী নিয়ন্ত্রণে পাঠাবার উদ্যোগ নিয়েছে সেই সময়ে সংস্কৃতিকে সরকারীকরণের প্রস্তাব সরকারী নীতির পরিপন্থী।

জানা গেছে রিপোর্ট তৈরী করার কাজ যাতে ভালোভাবে হয় সেজন্যে কমিশনের সদস্যগণ নানা দেশ যেমন ভারত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চীন, রাশিয়া ভ্রমণ করে খোঁজ খবর নিয়েছেন। ওসব দেশ থেকে সহায়ক কাগজপত্র যোগাড় করেছেন কমিশনের লোকজন এবং গণ্যমান্য অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ আলোচনাও করেছেন। কমিশনের কাজে সহায়তা করার জন্য ১১টি উপকমিটি ও ছয় সদস্যের একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। নির্বাহী কমিটিতে যারা স্থান পান তাদের সকলের সঙ্গে চেয়ারম্যানের সুসম্পর্ক ও মতের মিল আছে। কারো কারো ধারণা চেয়ারম্যানের সার্বিক তদারকিতে রিপোর্টটি লেখা হয় নির্বাহী কমিটিতে। উপকমিটি বা কমিশনের অনেক সদস্যের রিপোর্ট প্রণয়নের কাজে প্রায় কোন ভূমিকা ছিল না।

রাষ্ট্রপতির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে রিপোর্ট পেশ করার পরপরই কমিশন চেয়ার ম্যান সৈয়দ আলী আহসানকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান করে সরকারী চাকরিতে আত্মস্থ করা হয়। প্রায় একই সঙ্গে তিনি জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগপত্র পান। জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামলে তিনি উপদেষ্টার চাকরি পেয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে জেনারেল জিয়াউর রহমান তাকে বরখাস্ত করেন।

উল্লেখ্য গত ১লা ফেব্রুয়ারী জাতীয় কবিতা পরিষদ এবং এই কবি সংগঠনের প্রায় ৮০টি জেলা ও শাখা কমিটি জাতীয় সংস্কৃতি কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ্য সভায় বাতিল বলে ঘোষণা করে। অনুরূপভাবে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ও শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত এক সভায় এই রিপোর্টটিকে কালো দলিল হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে।